49026 - যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ এমন একটি বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে তবে সে জানত না যে, এর ফলে কী আরোপ হতে যাচ্ছে?

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ এমন একটি কর্মে লিপ্ত হয়েছে; তবে সে জানত না যে, এই নিষিদ্ধ কর্ম করার কারণে তার উপরে কী ধরণের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এখানে আমরা এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, অনেক হজ্জ ও উমরা পালনকেছু ব্যক্তি এ ইবাদতের বিধি-বিধান জানেন না। এর ফলে তারা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়াবলীতে লিপ্ত হন কিংবা ইবাদতটি অনাকাঙ্ক্ষিত পদ্ধতিতে আদায় করেন। আপনি দেখবেন যে, তাদের কেউ একজন অনেক অর্থ খরচ করছে; বিশেষতঃ সে যদি দূরবর্তী কোন দেশ থেকে এসে থাকে; এরপর সে তার সওয়াবটা নষ্ট করে দেয় কিংবা সওয়াবে ঘাটতি করে; তার উপর অপরিহার্য বিধিবিধান না জানার কারণে।

তাই এ যে ব্যক্তি হজ্জ-উমরা আদায় করতে চায় তার উপর ওয়াজিব হল আমলটা শুরু করার আগেই এর বিধিবিধান শিখে নেয়া। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয"।[সুনানে ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য; আলবানী তার 'তাখরিজু মুশকিলাতুল ফাকর' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন] ইমাম আহমাদ বলেন: হাদিসের মর্ম হল— যে ইলম তার প্রয়োজন; যেমন ওযু, নামায, যাকাত (যদি সে সম্পদশালী হয়), হজ্জ ইত্যাদি; সে ইলম অর্জন করা তার জন্য আবশ্যকীয়।[ইবনে আব্দুল বার রচিত 'জামেউ বায়ানিল ইলম' (১/৫২)]

হাসান বিন শাক্বিক বলেন: আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করেছি: মানুষের ওপর কোন ইলম শিক্ষা করা ওয়াজিব? তিনি বলেন: কোন ব্যক্তি ইলম ছাড়া কোন আমল পালন করার প্রতি অগ্রসর হবে না। জিজ্ঞেস করে শিখে নিবে। এতটুকু ইলম শেখা মানুষের উপর ওয়াজিব।[বাগদাদীর রচিত 'আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' (পৃষ্ঠা-৪৫)]

এ কারণে ইমাম বুখারী তাঁর সহিহ গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে: باب العلم قبل القول والعمل (কথা ও কাজের আগে ইলম অর্জন)। তবে তার মানে এটা নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে হজ্জ বিষয়ক একটি বই মুখস্ত করতে হবে।

বরং প্রত্যকে মুসলমিরে উপর ওয়াজবি হল তার অবস্থার সাথে যে বধিানগুলো মলিে সগেুলো নজিরে যোগ্যতা থাকলে নজিে শখিে নয়ো কংিবা আলমেদরেকে জজ্ঞিসে করে জনেে নয়ো কংিবা এমন কারো সঙ্গে থাকা যনিি তাকে বধিবিধিানগুলো জানাতে পারবনে এবং যখনই প্রয়োজন হবে তখনই তাকে ওয়াজবি বধিানগুলো জানয়িে দবিনে।

ইহরাম অবস্থায় নষিদ্ধি বষিয়াবলী ইতপিূর্বে 11356 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচতি হয়ছে।

কন্তিু, যে ব্যক্তি কোন একটি নষিদ্ধি বষিয়ে লপ্তি হয়ে গছে; তবে সে জানত না য, আল্লাহ্ তার উপর এতে লপ্তি হওয়া হারাম করছেনে; তার উপর কোন কছিু বর্তাবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আর এ ব্যাপারে তোমরা কোন অনচ্ছিাকৃত ভুল করলে তোমাদরে কোন অপরাধ নইে; কন্তিু তোমাদরে অন্তর যা স্বচ্ছোয় করছে (তা অপরাধ), আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা আহযাব, আয়াত: ৫]

কন্তিু, সে ব্যক্তি যদি জানে য, যে কাজটি সে করছে সটেি ইহরাম অবস্থায় নষিদ্ধি, ইহরাম অবস্থায় করা হারাম; কন্তিু সে ধারণা করনে যি, এ কাজরে কারণে এতসব বধিবিধিান আরোপতি হব; এর সম্পর্কে শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: "এটি কোন ওজর নয়। কনেনা ওজর হচ্ছ— ব্যক্তি বধিানটি না-জানা এবং না জানা য, এটি হারাম। সে নষিদ্ধি কর্মে লপ্তি হওয়ার করার কারণে কী ঘটবে সটো না-জানা কোন ওজর নয়। তাই কোন ববিাহতি, বালগে ও বুদ্ধসিম্পন্ন পুরুষ যদি জানে য, ব্যভচিার করা হারাম— তার ব্যাপারে إحصان তথা ববিাহতি সাব্যস্ত হওয়ার শর্তাবলী পূর্ণতা পয়েছে এবং তাকে রজম করা তথা পাথর নক্ষিপে করা ওয়াজবি। যদি বল, আমি জানতাম না য, এর শাস্তি পাথর নক্ষিপে হত্যা। যদি আমি জানতাম এর শাস্তি পাথর নক্ষিপে তাহলে আমি এটা করতাম না। তখন আমরা তাকে বলব: এটা কোন ওজর নয়; আপনাকে রজম করা ওয়াজবি; এমনকি আপনি যদি ব্যভচিাররে শাস্তি আদৌ না জাননে তবুও। এ কারণে যে ব্যক্তি রমযানরে দনিরে বলোয় স্ত্রী সহবাসে লপ্তি হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে ফতোয়া জজ্ঞিসে করতে এসছেলি য, তার উপর কী ওয়াজবি; তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর কাফ্ফারা আবশ্যক করনে; যদওি সহবাসকালে সে জানত না য, তার উপর কী আবশ্যক হব। এতে প্রমাণতি হয় য, যদি কোন ব্যক্তি পাপে লপ্তি হওয়ার স্পর্ধা করে এবং আল্লাহ্র সীমারখো লঙ্ঘন করে তার উপর উক্ত পাপরে প্রতক্রিয়িাগুলো আরোপতি হব; এমনকি সে যদি উক্ত পাপ করার সময় এর প্রতক্রিয়িাগুলো সম্পর্কে না জানে তবুও।[আল-ফাতাওয়া, ২২/১৭৩-১৭৪)]